কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

সংকটে এনএসইউ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আতঙ্কে

শরীফুল আলম সুমন ▷

জঙ্গি হামলায় একাধিক শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্টতার ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) ভাবমূর্তি চরম সংকটে পড়েছে। ২০১২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত জঙ্গি হামলা ও হামলার ষড়যন্ত্রের চারটি ঘটনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে। সর্বশেষ গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার ঘটনায় এনএসইউয়ের অন্তত দুই শিক্ষার্থী জড়িত ছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্প্রতি নিখোঁজ যে ১০ তরুণের ছবি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তার মধ্যেও একাধিক তরুণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল।

জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ইতিমধ্যে একাধিক শিক্ষককেও বরখাস্ত করেছে এনএসইউ কর্তৃপক্ষ। তথ্য না নিয়ে জঙ্গিদের কাছে বাসাভাড়া দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যে এনএসইউয়ের উপ-উপাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ব্যাপক উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কে রয়েছেন।

ঈদের ছুটির পর এক সপ্তাহ পার হলেও এনএসইউয়ের পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারও খুবই কম। অনেক অভিভাবক সন্তানদের ক্যাম্পাসে পাঠাতে ভরসা পাচ্ছেন না।

জানা যায়, ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নাশকতার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি তরুণ কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস ছিলেন এনএসইউয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। ২০১৩ সালে বুগার রাজীব হায়দারকে হত্যার সঙ্গেও জড়িত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাত শিক্ষার্থী। তারা হলো রেদোয়ানুল আজাদ রানা, ফয়সাল বিন নাঈম ওরফে দীপ, মাকসুদুল হাসান অনিক, এহসান রেজা রুম্মান, নাঈম সিকদার ইরাদ, নাফিজ ইমতিয়াজ ও সাদমান ইয়াছির মাহমুদ। অভিযোগ ওঠার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বহিষ্কার করে। রায়ে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দিয়েছেন আদালত। জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে সে সময় কয়েকজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত জামায়াত নেতা

জঙ্গি হামলা ও হামলার চেষ্টায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা

গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীর দুই সন্তানও এক সময় এনএসইউয়ের শিক্ষক ছিলেন।

গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারী জঙ্গিদের একজন নিবরাস ইসলাম এবং ঈদের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদগাহ মাঠের কাছে পুলিশের ওপর হামলাকারী জঙ্গিদের একজন আবীর রহমানও এনএসইউতে পড়ত। গুলশান হামলার ঘটনার পর উদ্ধার পাওয়া এনএসইউয়ের সাবেক শিক্ষক আবুল হাসনাত রেজা করিমও পুলিশের সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন।

সর্বশেষ গুলশানে হামলাকারীদের বাড়িভাড়া দেওয়া ও পুলিশকে তথ্য না দেওয়ার অভিযোগে গত শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় এনএসইউয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এস এম গিয়াস উদ্দিন আহসানকে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম গত রবিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'জঙ্গিবাদের ঘটনায় পত্রপত্রিকায় আমাদের সাবেক-বর্তমান ছাত্র-শিক্ষকদের নাম আসছে। আমি কোনো কিছু অস্বীকার করার পক্ষে নই। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ইমেজ সংকটে ভুগছি। আমরা এই ক্যান্সার অপারেশন করতে চাই। ইতিমধ্যেই লাইব্রেরি পরিষ্কার করা হয়েছে, কম্পিউটার ল্যাবসও পরিষ্কার করা হয়েছে। মসজিদেও সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।'

সূত্র জানায়, জঙ্গি কর্মকাণ্ডের দায়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময় একাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। পরীক্ষা না দেওয়া, অনিয়মিত থাকা, খারাপ ফলসহ নানা কারণ দেখিয়ে এসব শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়। ফলে প্রকৃত কারণ আড়ালে থেকে যায়।

সূত্র জানায়, নিরবাস ২০১২ সালের স্প্রিং সেমিস্টার শেষে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি বলে দাবি এনএসইউ কর্তৃপক্ষের। তবে আবীর ছিল বর্তমান ছাত্র। নর্থ সাউথে ভর্তি বিবেচনায় দুজনের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান থাকলেও গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার আগে দুজন ঝিনাইদহে একসঙ্গে এক বাড়িতে ছিল বলে স্থানীয়রা দাবি করেছে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, এনএসইউয়ের কেউ নিবরাস ও আবীরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছে।

জানা যায়, এনএসইউ নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গত বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে।

শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের বাইরেও নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। গত বছর ইউজিসির তদন্তদল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের বই পায়। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ক্যাম্পাসের জন্য ৫০০ কোটি টাকার জমি নিয়েও রয়েছে নানা সমস্যা।

এনএসইউ উপাচার্য সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমরা ইউজিসির কাছে তালিকা চেয়েছি কী কী বই নিষিদ্ধ। তালিকা পাওয়ার পর সে রকম কোনো বই পেলে তা সরিয়ে নেওয়া হবে। আর যুদ্ধাপরাধীর দুই সন্তান অনেক আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি নিয়ে আমার বেশি কিছু জানা নেই।'

সংকট উত্তোরণে কর্তৃপক্ষের নেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমদাদুল হক বলেন, 'ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ড এখন আমাদের নখদর্পণে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০টি ক্লাব রয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের এসব ক্লাবের কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অন্তর্ভুক্ত করি, যাতে তারা পড়ালেখার বাইরে বাকি সময়টুকু ক্লাব কার্যক্রমে ভালো কাজে কাটাতে পারে।'